অরুণ-বরুণ-কিরণমালা

শৈলেন ঘোষ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৬১

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল

মুদ্রাকর ঃ
অশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

যাদের সুন্দর অভিনয়ে
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা পুরস্কার পেয়েছে
সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির,
সেই ছোট্ট বন্ধুদের

বাংলা দেশের একটি রূপকথার গল্প 'কিরণমালা'। রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার গল্পটিকে সংকলন করে রেখেছেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। 'কিরণমালা'র ছায়া নিয়ে রচিত হয়েছে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' শিশু-নাটিকা। মণিমেলা মহাকেন্দ্র নাটিকাটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন গত বছর এবং নাটিকাটির পরিচালনার দায়িত্ব দেন নাটক-রচয়িতার ওপর। ভারত সরকারের সংগীত-নাটক-আকাদেমির বিচারে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজিত শিশু-নাটিকা রূপে পুরস্কৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের এ মর্যাদা ভারতবর্ষে এই সর্বপ্রথম একটি শিশু-নাটিকা লাভ করায়, 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা' বাংলার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় চিহ্নিত করেছে।

এক

তপোবন। তপোবনের রাত শেষ হয়ে আসছে তখন। রাতের ঝিকিমিকি তারা, আকাশের কপাল থেকে টুপ-টুপ করে নিভে যাচ্ছে—একটি একটি। ভোরের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। কারা যেন গান গাইছে অনেকদূরে। অস্পষ্ট সুর তার ভেসে ভেসে হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আবির ছড়িয়ে গেল আকাশে। সূর্য উঠছে। আলোর ঝিলমিল গাছের পাতার ওপর দুলে উঠল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একটু দূরে একটি ছোট্ট কুটির। গাছ-গাছালির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু দূরে একটি নদী। একেবারে কাছে—গাছে গাছে ফুল—লাল, নীল, হলুদ। সেই ফুলের বনে, ফুলের মত একটি মেয়ে, ছোট্ট ফুটফুটে, হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে ঢুকল। তার হাতে ফুলের সাজি। তার গায়ে ফুলের সাজ। পরণে ছোট্ট শাড়ি—হলুদ বরণ। তার নাম কিরণমালা। কিরণমালা তার ফুলের সাজিতে ফুল তুলছে আর দুলছে। এমন সময় একটি পাখি ডাকল—টুই-টুই। থমকে দাঁড়াল কিরণমালা। চমকে চাইল গাছের দিকে। দুটি চোখ এদিক ওদিক মেলে খুঁজল যেন পাখিটাকে। না, দেখতে পেল না। আবার সে ফুল তুলবে। ঘুরে দাঁড়াল। আবার পাখি ডেকে উঠল—টুই-টুই। ফুল তোলা আর হল না।

কিরণমালা

গাছের দিকে চোখ মেলে ডাক দিল

কই, কই, কইরে আমার
লাল মনুয়া মিষ্টি?
চুপটি করে লুকিয়ে আছ
যায় না আমার দিষ্টি!

হঠাৎ গাছের আড়ালে দেখা দিল পাখি, কিন্তু কিরণমালার চোখের আড়ালে সে লুকিয়ে রইল।

পাখি

এই তো আমি ছোট্ট পাখি
সবুজ পাতার ফাঁকে,
ঐ তো তুমি কিরণমালা,
সক্কলে তাই ডাকে।

পাখির কথা শুনে কিরণমালা যেই চটপট তার দিকে ঘুরেছে, অমনি পাখি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

কিরণমালা

একবার এদিক চাইল, ওদিক দেখল

ছোট্ট পাখি, ছোট্ট পাখি
কোথায় তুমি গাইছ,
কোত্থেকে ভাই লুকিয়ে বসে
আমার দিকে চাইছ?

পাখি আবার পাতায়-পাতায় লুকোচুরি খেললে।

পাখি

বলব না তো, বলব না!
অরুণ যদি আসে,
বরুণ ভালবাসে,
দেখতে আমায় তখন পাবে,
তার আগে তো বলব না!

ঠিক সেই সময় শোনা গেল কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। ছুটতে ছুটতে একটি ছোট্ট ছেলে এল। তার নাম অরুণ। পরণে কাপড়। মালকোচা মারা। ফুটফুটে দেখতে। পাখির কথা শুনতে পেয়ে সে ছুটে ছুটে আসছে।

অরুণ

ছুটে এসে কিরণমালার হাত ধরল

এই তো আমি!

কিরণমালা

অরুণের মুখের দিকে চাইল। চোখ দুটি নাচছে খুশিতে

অরুণদাদা!

বনের আর এক দিক থেকে ছুটতে ছুটতে আর একটি ছোট্ট ছেলে ঢুকল। অরুণের চেয়েও সে ছোট্ট। মুখের আদলটিও অরুণের মত। অরুণের মত সেও কাপড় পরেছে। তার নাম বরুণ।

বরুণ

ছুটতে ছুটতে এসে কিরণমালার হাত দুটি জড়িয়ে ধরল

এই তো আমি!

কিরণমালা

আরও খুশি হল

বরুণদাদা!

তিনজনে নেচে উঠল খুশিতে ভোরের আলোয়, ফুলের বনে। নাচতে নাচতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিরণমালা। হাসি-মুখ তার হঠাৎ যেন ভার হয়েছে।

অরুণ

তাই দেখে ছুটে এল কিরণমালার কাছে

কী হয়েছে কিরণমালা বোনটি?

বরুণ

সকাল বেলায় ভার কেন আজ মনটি?

কিরণমালা

ঐ দেখ না সবুজ পাতার ফাঁকে,
চুপটি করে লুকিয়ে বসে
লাল মনুয়া ডাকে,
দিচ্ছে না যে দেখা,
আমার লাগছে বড় একা!

অরুণ-বরুণ গাছের দিকে তাকিয়ে লাল মনুয়া পাখিকে খুঁজতে লাগল।

অরুণ

দেখতে পেল না পাখিকে

কোথায় গেল সত্যি!

বরুণ

লাল মনুয়া রত্তি!

পাখি

দুষ্টুমি করে পাতায়-পাতায় নেচে উঠল

এই তো আমি, এই তো আমি
লাগল চোখে ধোঁকা,
অরুণ, বরুণ বোকা,
ছিঃ ছিঃ!

অরুণ

আদর করে ডাকল

লাল মনুয়া, লাল মনুয়া
    লুকিয়ে কেন আছ?
সবুজ পাতায় দোদুল দুলে
    একবারটি নাচ।

বরুণ

নাচন-নাচন পাখি আমার
    লক্ষ্মী সোনা তুমি,
তোমার গলায় দুলিয়ে দেব
    ঝুমঝুম ঝুমঝুমি।

কিরণমালা

ঝুন-ঝুন-ঝুন রুপার নুপুর
গড়িয়ে দেব পা'য়,
দাও না দেখা ভাই?

পাখি

অত করে বলছ যখন
দেখা দিতে পারি,
আমার একটি কথা রাখবে বল?
নইলে পরে আড়ি!

কিরণমালা

খুশিতে উছলে গেল মুখখানি
ঠিক ঠিক ঠিক,
রাখব কথা ঠিক।
আগে শুনি কী-তা
লাল মনুয়া মিতা?

পাখি

বল একটি আমায় নাচ দেখাবে তোমরা,
ফুলে ফুলে যেমন নাচে ভোমরা!

কিরণমালা

সারা মুখখানি হাসিতে-খুশিতে ভরে গেছে

সে তো খুব সুন্দর মজা!

বরুণ

আনন্দে দুলে উঠল

একেবারে সোজা!

অরুণ

নাচতে-নাচতে ছুটতে লাগল

হাসির মত ছড়িয়ে দেব তান,
ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন—

কিরণমালা

নাচের তালে তুমিও যদি
গাইতে পার গান—
গুন-গুন-গুন-গুন।

পাখি

বেশ তো আমি গাচ্ছি।

কিরণমালা

আমরাও বেশ নাচছি।

পাখি গাছের আড়ালে পাতার ফাঁকে বসে গান গাইছে, আর অরুণ-বরুণ-কিরণমালা নাচছে :

দোল দোল ডালে ডালে লুকোচুরি খেলা,
সবুজ-সবুজ ছায়া, ফুলের মেলা।
গুন গুন গানে গানে হাসে সোনা দিনটি,
ঝুন ঝুন নাচে সুখে ভাইবোন তিনটি।
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা,
তিন ভুবনে প্রদীপ জ্বালা—তিনটি।

গান শেষ হল পাখির। নাচ শেষ হল অরুণ-বরুণ-কিরণমালার।

কিরণমালা

লাল মনুয়া লাল মনুয়া,
নাচ তো হল শেষ—
এবার দাও না দেখা বেশ।